দুরন্ত জয়

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিমিটেডের নিবেদন

দুরন্ত জয়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাহিনী : সুনীল চক্রবর্তী   সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়

গীতরচনা : প্রণব রায়, চিত্রগ্রহণ : আশু দত্ত, শব্দগ্রহণ : সমর বসু, শিল্প নির্দেশনা : প্রফুল্ল মল্লিক, সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র, পরিস্ফুটন : অনিল মুখোপাধ্যায়, তড়িৎনিয়ন্ত্রণ : ধীরেন দাস, স্থিরচিত্র : কোয়ালিটি ফটো সার্ভিস, রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ, ব্যবস্থাপনা : সমর বসু, কেশবিন্যাস : সেখ ফরহাদ, কণ্ঠসংগীতে : **সন্ধ্যা মুখার্জী, অনুপ ঘোষাল ও তরুণ ব্যানার্জী**, সর্ববিভাগীয় তত্বাবধায়ক : **সরোজেন্দ্র নাথ মিত্র**, প্রচার সচীব : নিতাই দত্ত, প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : রতীশ দেসরকার, সুনীল দাস। সঙ্গীতে : রবি রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণে : অমর বসু, সুধাময় ঘোষ। শব্দগ্রহণে : অমর চট্টোপাধ্যায় পরিস্ফুটনে : সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব সেন, মৃণাল খান, গোবিন্দ ঘোষাল, অরুণ মিত্র, বিজয় সর্দার, ধ্রুব দাস। রূপসজ্জা : স্বপন চন্দ। কেশ বিন্যাস : কৃষ্ণ রায়। ব্যবস্থাপনায় : সুনীল ঘোষ, হরিপদ দাস। তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : পরেশ দাস, লক্ষ্মীকান্ত গোঁসাই, ত্রিপদ দাস। মঞ্চনির্মাণে : মলিন ঘোষ, ভগবৎ শর্মা, কমল দাস, নব দাস, হারু দাস। প্রচার অঙ্কণে : বারীন গুপ্ত। প্রচারে : অধ্যাপক শান্তিময় কারকর্মা, সুকান্ত গাঙ্গুলী, এম.এ. নিকুঞ্জকিশোর বসু ॥

• চরিত্র-চিত্রণে •

বিকাশ রায় অনিল চট্টোপাধ্যায় নির্মলকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শিশির মিত্র জীবেন বসু, সুব্রত সেনশর্মা, উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, পিলু মজুমদার ॥ ধীমান চক্রবর্তী, সজল ঘটক, সুজিত বসু, শিশির চক্রবর্তী ও ভাস্কর চৌধুরী ও আরো অনেকে ॥ সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, সীতা দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, নন্দিতা দে, মমতা চক্রবর্তী ও আরো অনেকে এবং নবাগতা বৈশালী চট্টোপাধ্যায়।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

মোবিলিটি, ভবানীপুর লাইট-হাউস, গ্লোব নার্শারী, মডার্ণ ডেকরেটার্স, সুচিত্র দত্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড সন্স, কালী সেন অশোক রাবার ইনডাষ্ট্রিজ, নন্দী অটোমোবাইল, মিনার্ভা হোটেল।

অতিথি শিল্পী

সত্যেন লাহিড়ী, অশোক চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, ডি. সেন।

* অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত ও পরিস্ফুটিত *

কাহিনী

এই সহরেই এক পাড়ায় বাস করেন অক্ষয় সেন তাঁর দুই ছেলে সঞ্জয় আর বিজয়কে নিয়ে। অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছিলেন তাই কেউ দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে সহ্য করতে পারেন না। নিজের প্রতিষ্ঠা করা বিদ্যালয় থেকে তাঁকেই সরে আসতে হলো কিন্তু জীবনের আদর্শ থেকে সরতে পারলেন না। দুই ছেলে বাপের এই আদর্শবোধ পেয়েছে কিন্তু চোখের অসুখে লেখাপড়া করতে পারলো না বলে বিজয়—যাকে পাড়ায় সবাই জয় বলে ডাকে—একটু যেন মস্তান মত হয়েছে। সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে তোর মাথা তুলে দাঁড়াবার দরকার কি বাপু? রেশনের দোকানী উমাপদ ও তার ছেলে পটলার সঙ্গে তার অনবরত ঝগড়া। পাড়ার লোক আপদে বিপদে জয়কে ডাকে আবার নিন্দেও করে।

বড়লোকের মেয়ে শিখা সঞ্জয়ের ঘরে এসে শশুর দেওর কাউকে আপন করতে পারলো না। জয়ের ভীষণ রাগ বাবার ওপর—কেন অরনীদার বোন মীরাদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হলো না। অত বড় গায়িকা কি মিষ্টি স্বভাব। বাড়ীতে দিন রাত ঝগড়া মান অভিমান, বাধ্য হয়ে অক্ষয়বাবু সঞ্জয়কে দিল্লী পাঠিয়ে দিলেন। দেখাশোনা করে সিধু আর জয়।

একই পাড়াতে থাকে মানসী তার গরীব মামী ও ছোট ভাই বাবলুকে নিয়ে। ছোটখাটো সেলাই এর কাজ ইত্যাদির রোজগারে কোনও রকমে দিন কাটায়। তাদের বিপদআপদে পাশে এসে দাঁড়ায় জয়। মানসীর জন্য জয়ের এতো ভাবনার দরকার কি? পাড়ার লোকেরা এই কথাই শোনায়। দুজনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত হয় জয় সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে জীবিকার অর্জন করার পথ ধরে।

অবনীদার সুপারিশে ঘোষ মোটর ওয়ার্কস এর মালিক ঘোষদার কারখানাতে মোটর মেকানিক এর কাজ শুরু করে। গাড়ী চালানোর লাইসেন্স পায় এবং ট্যাক্সিও কেনে—

এই সুযোগে পটলা মানসীর দিকে হাত বাড়ায় - হেনা তাকে সাহায্য করে। হেনার সঙ্গে চাকরী খুঁজতে গিয়ে মানসী হারিয়ে গেল- কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মানসীর মাসী? তারপর? জয় কি এখনও নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে—?

কথা :— প্রণব রায়

শিল্পী :— সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে
বসন্ত বুঝি এসেছে—

কুঞ্জে কুঞ্জে সই
রঙ্গে রঙ্গে ওই

অতসী চম্পা হেসেছে
আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে
সখি ভুলিসনি চম্পার হার আনিতে
আমি জড়াবো দোদুল বেনীতে
আজ বুঝি আমাকে,
কোন প্রিয়তম ডাকে।

খুশির পাখায় মন ভেসেছে
আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে।

সখি কারে দেব এই মন মহুয়া
আমি জানিনা কোন বঁধুয়া।

আজ দুলেছে রাধা
মোর পরাণ রাধা।

তমাল বনের পথ চলেছে
আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে।

সঙ্গীত

কথা :—প্রণব রায়

শিল্পী :—তরুণ বন্দোপাধ্যায়

আমরা সবাই এই দুনিয়ার খেটে
খাওয়া মানুষ ভাই
একই জাতের মানুষ মোরা উঁচু নিচু
তফাৎ নাই

আমাদের জীবনটা যে সোজা পথে
চলে দাদা
এ দুহাত তেল কালিতে ময়লা হলেও
মনটা সাদা।

জীবনের চাকা ঘোরাই
সারাদিন কেবল খাটি।
খাটুনির দাম পেলে ভাই
মেহনত হয়না মাটি।

প্রাণে তাই জোয়ার আসে
তান ধরি যে সা—সামা সাধা।
আমাদের জীবনটা যে সোজা পথে
চলে দাদা।

জামানা বদলে গেছে
ভোর হোতে আর নেই যে দেরী
দুনিয়ায় জয় হয়েছে
খেটে খাওয়া মানুষদেরই।
আমাদের ছোট্ট আশা চাইনা হতে
মস্ত ধনী,

আমাদের বুক ভরা যে ভালবাসার
সোনার খনি।

সে সোনা হারিয়ে ফেলে চাই না হতে
সোনার গাধা
আমাদের জীবনটা যে সোজা পথে
চলে দাদা।

কথা—প্রণব রায়

শিল্পী—অনুপ ঘোষাল

আহা রঙ্গিনী রূপসী
যেন সুন্দরী উর্বশী।
সে যে আমার।
পূর্ণশশী।
আমি পড়লাম
প্রেমে তারই।
সে যে আমার হাওয়া গাড়ী ভাই।
আমার ট্যাক্সীগাড়ী।
আমি পড়লাম প্রেমে তারই।
হাটেলে সে খায়না দাদা
সিনেমাতে যায় না।
নয়া যুগের বিবির মতো
নেই কোন তার বায়না।
লিপষ্টিক পাউডার মাখে না সে
চায়না গয়না শাড়ী
আমি পড়লাম প্রেমে তারই।
আমার গাড়ীর মজা এ্যায়সা,
মিটার ডাউন করলেই পয়সা,
তাই দিল খুশী হামেশা।
দিই সারাটাদিন পাড়ি
আমি পড়লাম প্রেমে তারই
এই বাজারে কাজ মেলেনা
চাকরি বেজায় মাগ্যি।
এমন লক্ষ্মী রোজগেরে বউ
পাওয়া অনেক ভাগ্যি।
এমন বৌএর সাথে কি ভাই
প্রেম না কোরে পারি।
সে যে আমার ট্যাক্সীগাড়ী
আমি পড়লাম প্রেমে তারই

বোরোলীন

নায়কের ভূমিকায়

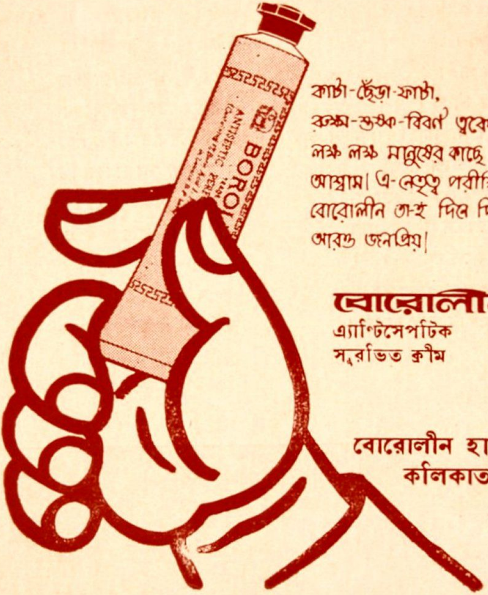

কাটা-ছেঁড়া-ফাটা,
রুক্ষ-শুষ্ক-বিবর্ণ ত্বকে
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পরম
আশ্বাস। এ-নেতৃত্ব পরীক্ষিত,
বোরোলীন তা-ই দিনে দিনে
আরও জনপ্রিয়।

বোরোলীন
এ্যান্টিসেপটিক
সুরভিত ক্রীম

বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

অরোরা ফিল্ম করর্পোরেশন প্রাঃ লিমিটেড এর প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে :—প্রিণ্টোরিয়েন্ট, 32/13 বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬,
*পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : **শ্রীপঞ্চানন***